بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ই জুলাই, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সূরা আল্ জুমুআ: ১০-১১)

রমযান মাস সমাপ্তির পথে। কোন কোন স্থানে আজ হয়তো শেষ রোযা হবে আর কোন কোন স্থানে আগামীকাল। আর এভাবে খোদা তা'লার উক্তি অনুসারে হাতে গোনা কয়েকটি দিন কেটে গেছে। আমাদের অনেকেই এই দিনগুলোর আশিস এবং বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়ে থাকবে। কতকের হয়তো এই দিনগুলোতে নতুন অভিজ্ঞতাও লাভ হয়ে থাকবে। এখন এই দোয়া এবং চেষ্টা থাকা উচিত যেন এই কল্যাণরাজি, এই আশিস এবং এই নতুন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় আর আমাদের খোদামুখী পদক্ষেপ যেন এখানেই থেমে না যায় বরং তা যেন চির অগ্রসরমান থাকে আর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন অশেষ কল্যাণরাজির ধারক এবং বাহক হয়। আজ রমযানের শেষ জুমুআও বটে। আমাদের অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাযথ প্রস্তুতি ও সচেতনতার সাথে জুমুআ পড়ে থাকে কিন্তু অনেকেই এমনও হবেন যারা আজকে রমযানের এই শেষ জুমুআকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং হয়ত গুরুত্ব দিচ্ছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত এখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ আহমদীয়াতভুক্ত হচ্ছে। পুরোনো শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবও তাদের মাঝে রয়েছে আর কতিপয় এমনও হবে যারা সচরাচর সারা বছর জুমুআকে তত গুরুত্ব দেয় না কিন্তু রমযানের শেষ জুমুআকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত সাধারণ ধারণার কারণে তারা মনে করে, এই জুমুআয় যোগ দেয়া বা এই জুমুআ পড়া যা জুমুআতুল বিদা নামে মুসলমানদের মাঝে সুপরিচিত তা তাদের গত বছরের সমস্ত পাপ এবং দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ দেবে বা পরিত্রাতা হবে আর সারা বছরের ইবাদতের দায়িত্ব হয়তো এই শুক্রবার জুমুআ পড়ার ফলে পালিত হয়ে যাবে। অতএব এমন মানুষ গুটি কতক হলেও আমি তাদের স্মরণ করাতে চাই, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই জুমুআয় যোগদানের ফলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে না। আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং মহানবী (সা.)-এর উক্তি থেকে প্রমাণিত যে, কেবল রমযানের

শেষ জুমুআ পড়া মুক্তির কারণ হয় না বা মুক্তি বয়ে আনবে না। মানুষ যদি কেবল মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জুমুআ পড়ে তাহলে তার ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে যাবে! কোথাও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের যুবসমাজ এবং জুমুআ পড়ার বিষয়ে যারা আলস্য প্রদর্শন করে তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, অ-আহমদীদের মাঝে জুমুআতুল বিদার ধারণা থাকলেও আহমদীয়া জামাতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে জুমুআতুল বিদার কোন ধারণা নেই আর থাকা উচিতও নয়। অবশ্য আজকের জুমুআয় যারা যথাযথ প্রস্তুতির সাথে অংশগ্রহণ করে তাদের হৃদয়ে যদি এই চেতনার উদয় হয় যে, আজ থেকে আমি অঙ্গীকার করছি, সেসব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলব যা জুমুআয় অংশ গ্রহণ না করার ফলে আমার মাঝে প্রকাশ পাচ্ছিল আর ভবিষ্যতে সর্বদা পূর্ণ সচেতনতা ও প্রস্তুতির সাথে জুমুআয় অংশ গ্রহণ করব; তাহলে অবশ্যই এমন লোকদের জন্য এই জুমুআর গুরুত্ব রয়েছে বরং এই দিনের গুরুত্ব রয়েছে। আর শুধু এই জুমুআই তার জন্য আশিসময় হবে না বরং এই পবিত্র পরিবর্তনের কারণে এমন ব্যক্তির জন্য এই মুহূর্ত যাতে তার জীবনে এই পবিত্র পরিবর্তন এসেছে এবং এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছে আর এই ধারণা তার হৃদয়ে একটি দৃঢ় সংকল্পের জন্ম দিয়েছে যে, এখন আমি আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধকে গুরুত্ব দিব এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব; তাহলে তার জন্য এই দিন এবং এই মুহূর্ত লায়লাতুল ক্বদরে পর্যবসিত হবে। একটি অমানিশাপূর্ণ রাতের পর তার মাঝে আধ্যাত্মিক আলো সৃষ্টি হবে। আর যেমনটি গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের একটি লায়লাতুল ক্বদরের সময় হলো, তার ইসফার সময়। অর্থাৎ যখন সে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকে বা বিনত হয়, তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার অঙ্গীকার করে এবং সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; এটিও তার জন্য লায়লাতুল ক্বদর।

জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কি বলেছেন? আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তার প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'হে যারা ঈমান এনেছ, জুমুআর দিনের একটি অংশে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন দ্রুত খোদা তা'লার স্মরণে নিবদ্ধ হও আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর; এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।'**

এরপর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, **'আর নামায শেষ হওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার কৃপারাজির মধ্য থেকে কিছু সন্ধান কর আর অজস্র ধারায় খোদা তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।'**

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযে আসা এবং সমস্ত জাগতিক বিষয়াদিকে পিঠের পিছনে ঠেলে দিয়ে হৃদয়ে খোদা ভীতির চেতনা নিয়ে জুমুআয় অংশ গ্রহণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা রমযানের জুমুআ বা রমযানের শেষ জুমুআয় যোগদানের নির্দেশ দেন নি বরং কোন বিশেষত্ব ছাড়াই সাধারণভাবে জুমুআর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বলেছেন সব জুমুআই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই যদি মু'মিন হয়ে থাক, যদি ঈমানের দাবী করে থাক তাহলে জুমুআর বিশেষ দিন যা সাধারণ দিনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা খোদার স্মরণের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছে; এতে নিজের কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণ কর। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে এ কথার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে, ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো, জুমুআ পড়া এবং সকল জুমুআয় অংশ গ্রহণ করা।

অতএব কোন যথাযথ কারণ ছাড়া যারা জুমুআ পড়ে না তাদের নিজেদের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে ভাবা উচিত। তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা জুমুআর নামাযে দেরীতে আসে। কাজ যদি শেষ করতে হয় বা গুটাতে হয় তাহলে জুমুআর পূর্বেই তা শেষ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'যখন তোমাদেরকে জুমুআর জন্য ডাকা হয়'**; এখানে যারা জুমুআয় আসে তাদের সবার জানা আছে যে, জুমুআর সময় হলো একটা বাজে বা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় সময় অনুযায়ী তা পূর্ব নির্ধারিত থাকে। বিশেষ করে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে, সফরের বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখা চাই। আর সেই মার্জিনকে দৃষ্টিতে রেখেই জুমুআর প্রস্তুতি নেয়া উচিত। এসব দেশে তো যানজট এবং পার্কিং ইত্যাদির ব্যাপারেও সচেতন থাকা উচিত। অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় বিশেষ করে যখন ভিড় থাকে। অতএব এই সমস্ত বিষয়কে জুমুআর দিন দৃষ্টিগোচর রাখা চাই আর সময় নিয়েই বের হওয়া উচিত।

মহানবী (সা.) জুমুআয় প্রথম আগমনকারীকে বড় পুণ্যের ভাগী আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, **'জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফিরিশ্তারা দাঁড়িয়ে যায়। আর তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে মসজিদে আগমনকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে থাকে। ইমামের খুতবা প্রদান যখন শেষ হয় তখন ফিরিশতারা সেই রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।'**

অতএব প্রত্যেক আগমনকারী ব্যক্তি জুমুআর দিন মসজিদে আসা এবং খোদাকে স্মরণ করার ফলে বিশেষ পুণ্যের ভাগী হয়। ইমামের জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় ও খুতবা চলাকালেও তারা এই পুণ্য বা এই সওয়াব থেকে অংশ পেতে থাকে। মহানবী (সা.) জুমুআকে যারা গুরুত্ব দেয় না তাদেরকে ভীষণভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, **'যে ব্যক্তি বিনা কারণে একাধারে তিনটি জুমুআ পড়ে না আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন'**। অতএব এই গুরুত্বকে আমাদের সবার দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা আর হাদীসে মহানবী (সা.) কোথাও বলেন নি যে, রমযানের শেষ জুমুআ খুবই গুরুত্বপূর্ণ! বরং সব জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। বরং একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর দিনকে তোমাদের জন্য ঈদ নির্ধারণ করেছেন। তাই এই দিনে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে নেয়ে ধুয়ে বা গোসল ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিবে'**।

অতএব এহলো জুমুআর গুরুত্ব যা আমাদের কাছে এই দাবী করে যে, আমরা যেন প্রত্যেক জুমুআকে সমান গুরুত্ব দেই, যেন সকল জাগতিক ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে, সকল কাজ-কর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরতি দিয়ে জুমুআর নামায পড়ার জন্য আমরা মসজিদে আসি। হাদীস থেকে যেভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.) কত সুস্পষ্টভাবে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অতএব একথা প্রমাণ করে যে, মু'মিনের ঈমানের মানকে উন্নত করার জন্য জুমুআর নামায পড়া প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং অবধারিত। আর শুধু তাই নয় বরং জুমুআ না পড়ার ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সতর্কবাণী বর্ণনা করে বলেন, অ-কারণে জুমুআ পরিত্যাগকারীর হৃদয় পুণ্য করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অতএব এটি সত্যিই ভয়ের বিষয়। যারা আলস্য প্রদর্শন করে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত আর অযথা ও অনর্থক আলস্য পরিহার করা উচিত। ইসলাম শুধু কঠোরতাই প্রদর্শন করে না। ইসলাম একটি যুক্তির ধর্ম, এতে শুধু সতর্কই করা হয়নি বা কঠোরতাই প্রদর্শন করা হয়নি বা শুধু এমনটিই নয় যে, জুমুআয় না আসলে এই হবে সেই হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে বরং যেমনটি আমি বলেছি, যৌক্তিক কারণ যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যৌক্তিক কারণ ছাড়া যদি কেউ না আসে তাহলে সে ধরা পড়বে। কোন বৈধ কারণ ছাড়া জুমুআর নামায পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। আর এই বৈধ কারণগুলোর ব্যাখ্যাও রসূলে করীম (সা.) দিয়ে গেছেন যে, তারা কারা! যাদের জুমুআয় না আসার যৌক্তিক বাধ্য-বাধকতা থাকতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, **'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামাতের সাথে জুমুআর নামায পড়া আবশ্যক শুধু চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া'**। আর যে চার ব্যক্তিকে ব্যতিক্রম আখ্যা দেয়া হয়েছে তারা হলো, **'গোলাম বা দাস, মহিলা, শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তি'**।

অতএব এই হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা, যারা নিরুপায় এবং বৈধ কারণ যাদের আছে তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে। সকল মহিলা, শিশু, রুগ্ন ব্যক্তি এবং সেসব গোলাম বা দাস যারা নিজ মালিকের কঠোরতার কারণে অপারগ, তারা যদি জুমুআয় না আসে তাহলে তাদের হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হয়ে যাবে; এমন নয়। তারা এথেকে ব্যতিক্রম। এদের সম্পর্কে বলা হয়নি যে, তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হবে। মহিলারা যদি জুমুআয় আসেন তাহলে ভাল কথা। বাজামাত নামায, জুমুআ ছাড়া যে পাঁচ বেলার নামায আছে তা মসজিদে এসে জামাতের সাথে পড়া, শুধু পুরুষদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা আবশ্যক নয় কিন্তু জুমুআয় যদি মহিলারা আসেন তাহলে এটি পছন্দনীয়। তারা না আসলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কতক মহিলা আসেন যাদের সঙ্গে ছোট্ট বাচ্চাও থাকে। তারা যখন আসেন তখন অনেক সময় ডিসটার্বও হয়ে থাকে। এছাড়া কোন কোন মহিলার পারিবারিক ব্যস্ততাও থেকে থাকে। তাই তাদের ঘরে অবস্থানের অনুমতি রয়েছে। বরং যে সমস্ত মহিলার ছোট বাচ্চা বা শিশু সন্তান রয়েছে, তারা আসতে পারলেও বা তাদের আসার সুযোগ থাকলেও আসা উচিত নয় কেননা যেমনটি বলেছি, এতে ডিস্টার্ব হয়, অনেক সময় বাচ্চাদের কারণে অন্যান্য নামাযীদের নামায এবং খুতবায় বিপত্তি

দেখা দেয়। কেবল ঈদের নামাযে আসা সব মহিলার জন্য ফরয বা আবশ্যক। নামায না থাকলেও তারা যেন খুতবা শুনে। অনুরূপভাবে যারা কৃতদাস তারা নিজ মালিকদের কারণে নিরুপায় হয়ে থাকে। কিন্তু আজকাল তো এমন কোন গোলাম বা কৃতদাস নেই। অতীত কালে কৃতদাস সংক্রান্ত যেই পরিস্থিতি ছিল তা এখন আর নেই। চাকুরিজীবি মানুষ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তারা দাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এই যে ছাড় দেয়া হয়েছে তার অধীনে চাকুরিজীবিদের নিজেদেরকে কৃতদাসদের শ্রেণীভুক্ত মনে করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ! কেউ যদি একেবারেই নিরুপায় হয়ে থাকে আর মালিক অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে ছুটি না দেয় আর আয় উপার্জনের অন্য কোন উপায়ও না থাকে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অনাহারে জীবন কাটানোর আশঙ্কা যদি দেখা দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। এটি উপায়হীনতা আর উপায়হীনতার মুহূর্তে তো কোন কোন সময় হারাম খাওয়ারও অনুমতি থাকে। কিন্তু এই উপায়হীনতার পরিস্থিতিও সাধারণত দেখা যায় না। মালিকদের মাঝে যদি চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা খ্রিষ্টান হলেও কিছু সময় বা এক জুমুআ ছেড়ে অন্য জুমুআ পড়ার অনুমতি দিয়ে থাকে। বরং এমনও অনেক আহমদী আছে যারা আমাকে বলেছেন, জুমুআর দিন ছুটি না থাকার কারণে চাকরি ছেড়ে দিলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পূর্বের চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করেছেন।

অতএব আমরা যদি এ কথাটি দৃষ্টিতে রাখি যে, জুমুআকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে, একই সাথে যদি তারা দোয়াও করে যে, পরিস্থিতি কঠিন আর জুমুআ নষ্ট হচ্ছে অতএব হে আল্লাহ্! তুমি স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর তাহলে বেদনার্ত হৃদয়ে কৃত দোয়া গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাও করেন এবং স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজ সাধ্যতাও সৃষ্টি করেন। অনুরূপভাবে ছোট শিশুদেরও জুমুআয় আনা উচিত নয় কেননা, এরফলে অন্য নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে। মহিলাদের কথা পূর্বেই বলেছি, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসবেন না। কোন কোন পুরুষও নিয়ে আসেন তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত বা যদি কেউ একান্তই নিয়ে আসেন তাহলে তাদেরকে শিশুদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে বসানো উচিত বা তাদের নিজেদেরও সেখানে বসা উচিত। যাহোক, এই হলো চারটি ব্যতিক্রম যা মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বাকি সবার জন্য জুমুআর নামাযে আসা এবং জুমুআর দিন বিশেষ প্রস্তুতি নেয়া বা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মহানবী (সা.) সেই উৎকর্ষ, সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ শরীয়ত নিয়ে এসেছেন এবং সেই শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যা বান্দাকে খোদার সাথে মিলিত করে। তিনি তাঁর অনুসারীদের সুমহান আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। মানুষের কীভাবে পাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে খোদার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে নিজ পুণ্য সমূহ বা সৎকর্মকে স্থায়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত, কীভাবে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অর্জনের চেষ্টা করা উচিত; তিনি (সা.) বিভিন্নভাবে আমাদের মনোযোগ এসব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) বলতেন বা বলেছেন, **'পাঁচ বেলার নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী**

রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। শর্ত হলো, মানুষ যদি বড় বড় গুনাহ্ বা পাপ এড়িয়ে চলে'। অতএব এই হলো আমাদের জন্য মহানবী (সা.)-এর দিক-নির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা যা শুধু পাপ থেকেই মুক্ত রাখে না বরং মুক্তি এবং পরিত্রাণের বিধান এবং ব্যবস্থা হয় এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নত করে। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের কথা ভাববে; কোন পাপী, অত্যাচারী এবং অন্যের অধিকার বা সম্পদ আত্মসাৎকারী তো কখনও এ কথা ভাববে না যে, আমার পরের নামাযেও যেতে হবে, নামাযের প্রস্তুতি নিতে হবে। এটি হতে পারে না যে, সে নামায পড়ে এসে পাপে লিপ্ত হবে বা মানুষের অধিকার হরণ করবে বা অন্যের ওপর যুলুম করা আরম্ভ করবে। আর কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তার নামায নামায নয় বরং সে গুনাহে কবীরা বা সবচেয়ে বড় পাপ করছে। কেউ যদি আত্মসাৎকারী হয়ে থাকে তাহলে তার নামায খোদার সন্তুষ্টির জন্য নয়। নিজের পাপকে দৃষ্টিতে রেখে নয়। এমন নামাযী মূলত সেসব নামাযীর অন্তর্ভুক্ত যাদের নামায তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে আর কুরআনের আয়াত অনুসারে এমন নামায তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয়। মহানবী (সা.) পাঁচ বেলার নামাযের কথা বলে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই পাঁচ বেলার নামায তোমাদের জন্য আবশ্যক আর এগুলো সেই সকল শর্ত সাপেক্ষে বা অনুসঙ্গ সহ পড়া উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে জুমুআর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, জুমুআয় যোগ দিয়ে বা জুমুআর নামায পড়ে যে সমস্ত আশিস এবং কল্যাণরাজি হতে বা ইমামের খুতবার ফলে তোমাদের মাঝে পুণ্যের যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তা পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে। সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। যদি এমনটি হয় তাহলে এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবে। তোমাদের পাপের ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। এখানেও এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর কথা বলে মহানবী (সা.) সকল জুমুআর আবশ্যকীয়তা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন, অনুরূপভাবে রমযানের গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন।

অতএব পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ক্রমাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। তাই যথাযথভাবে নামায পড়াও আবশ্যক, রীতিমত জুমুআ পড়াও আবশ্যক, আর সকল শর্ত সাপেক্ষে রমযানের কল্যাণ লাভ করা প্রায়শ্চিত্তের কারণ হয় আর পুণ্য বৃদ্ধি করে অর্থাৎ যেই শর্তগুলো আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। যদি সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে চলতে হয় তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। খোদা তা'লার নৈকট্য যদি অর্জন করতে হয় তাহলে এইগুলো শিরোধার্য করা আবশ্যক। পাপের ক্ষমা যদি পেতে হয় তাহলে খোদা তা'লা আমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে চলতে হবে। এসব বিষয় অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি দৈনিক কর্মপন্থাও দান করেছেন, একটি সাপ্তাহিক আর একটি বার্ষিক কর্মপন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন যা মানুষের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য আবশ্যক। আর যারা এই ধাপগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকবে তারা

খোদা তা'লার ক্ষমা এবং মাগফিরাত লাভ করবে। অতএব এসব কথার মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআর গুরুত্ব কত বেশি। বছরান্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির কর্মসূচিতে আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, জুমুআতুল বিদাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি যে, বছরান্তে রমযান মাসের একটি জুমুআ পড়ে নাও বরং সম্পূর্ণ রমযান মাসকে রেখেছেন। মহানবী (সা.) জুমুআর আশিস এবং কল্যাণরাজি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য প্রত্যেক সাত দিন পর আগত জুমুআকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমার মাধ্যম আখ্যায়িত করেছেন। অতএব প্রতিটি আগত জুমুআ আমাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদানকারী হওয়া উচিত যে, আমরা খোদা-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো কাটিয়েছি আর এমন কোন কাজ করিনি যা খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করতে পারে বা জেনেশুনে এমন কোন কাজ করিনি যা আমাদেরকে খোদার ক্রোধভাজন করতে পারে। তাহলে খোদা তা'লা ছোট-খাট ভুল-ভ্রান্তি, অলসতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে থাকেন। প্রতিটি জুমুআ খোদা তা'লার সন্নিধানে বা খোদা তা'লার দরবারে এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই বান্দা মোটের ওপর ভয়-ভীতির মাঝে এই দিনগুলো অতিবাহিত করেছে। অনুরূপভাবে দৈনন্দিন নামাযের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খোদার সন্তুষ্টির কথা মাথায় রেখে যদি সেগুলো পড়া হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে আর একই কথা রমযানের রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায়শ্চিত্ত বা কাফ্ফারার অর্থ এটিই, এসব ইবাদতের সাক্ষ্য আমাদের পক্ষে গিয়ে আমাদের জন্য ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে।

এছাড়া জুমুআর গুরুত্ব এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এক জায়গায় মহানবী (সা.) এভাবে বলেন যে, **'সব দিনের মাঝে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এদিন আমার প্রতি সমধিক দরূদ প্রেরণ কর কেননা এদিন তোমাদের এই দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়'**। আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছেন। এটি খোদা তা'লারই নির্দেশ। অতএব এই দরূদ তাঁর (সা.) সামনে পরিবেশন করা একটি স্থায়ী বিষয়। এমন নয় যে, তিনি (সা.) যখন একথা বলেছেন কেবল সে সময়ের জন্য বা তাঁর জীবদ্দশার জন্যই ছিল। অতএব এটি জুমুআর আরেকটি চির প্রবাহমান কল্যাণ। কোথাও বলা হয়নি, জুমুআতুল বিদার দরূদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে পরিবেশন করা হবে বরং প্রত্যেক জুমুআয় এটি পরিবেশন করা হয়। আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই কল্যাণধারা থেকে লাভবান হয় আর সেই সকল দরূদ প্রেরণকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

অতএব এই হলো জুমুআর আশিস বা কল্যাণ যা অর্জনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। খোদা তা'লা মানুষকে প্রভূত দানে ভূষিত করে থাকেন। তিনি বলেন, জুমুআর গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে যখন তোমরা জুমুআ পড় আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জাগতিক ব্যস্ততাকে জুমুআর কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জনের জন্য যদি উপেক্ষা কর তাহলে আধ্যাত্মিকভাবে তো তোমরা উন্নতি করবেই কিন্তু জাগতিক কল্যাণরাজি থেকেও বঞ্চিত থাকবে না। জুমুআর নামাযের পর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ফিরে যাও এবং খোদার কৃপারাজি সন্ধান কর। দ্বিতীয় আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কাজ-কর্মকে বরকত মন্ডিত করবেন। অতএব এটিও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা, খোদার কৃপাগুণেই কাজে বরকত বা কল্যাণ দেখা দেয়। তাঁর খাতিরে যদি জুমুআর স্বল্প সময়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর তাহলে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দেখা দিবে এবং তোমরা তাঁর কৃপারাজি অর্জনকারী হবে। আর যদি তোমরা খোদা তা'লার খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য নিজের কাজের ক্ষতি কর তাহলে খোদা তা'লা সকল কাজের নিয়ামক ও নিয়ন্তা এবং সর্বশক্তির আধার। তিনিই তোমাদের জাগতিক এবং বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেন এবং সেই সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত সৃষ্টি করে নিজ কৃপাতে ধন্য করেন। এক কথায় এটিও বলা হয়েছে যে, এক মু'মিনের জাগতিক আয়-উপার্জনও খোদা তা'লার কৃপারাজিরই অংশ। খোদা তা'লা জাগতিক আয়-উপার্জনে বারণ করেন না কিন্তু স্থানকাল ভেদে তা করার প্রতি এবং সম্পূর্ণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অতএব এসব কৃপাতে ধন্য হওয়ার জন্য যেসব কষ্ট এবং পরিশ্রম তুমি করবে তা জুমুআর নামাযের পর কর আর খোদার করুণা এবং কৃপা থেকে অংশ লাভের চেষ্টা কর কিন্তু স্মরণ রাখবে এসব জাগতিক বা বৈষয়িক কাজ-কর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলবে না বরং সব সময় খোদা তা'লার স্মরণে রত থাক এটিও আল্লাহ্ তা'লাই বলেছেন। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যও খোদা তা'লার ইচ্ছা এবং তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত হওয়া উচিত। কোন ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, আলস্য যেন স্থান না পায়। যদি তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বা কাজ-কর্মে এসব দিক থেকে থাকে তাহলে তোমরা পাপ করছ এবং খোদার স্মরণে আলস্য প্রদর্শন করছ। খোদা তা'লার স্মরণ এসব বিষয় থেকে তোমাদের বিরত রাখ উচিত। যেভাবে গত খুতবায়ও বলা হয়েছে, প্রতিটি কাজ করার সময় একথা যেন আমাদের মন-মস্তিষ্কে বিরাজ করে যে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন। যদি এই চেতনা থাকে তাহলে খোদার স্মরণের দায়িত্বও পালিত হবে আর মানুষের ওপর অন্যান্য যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তাও মানুষ যথাযথভাবে পালন করতে পারবে। অতএব আজকের দিনটিকে যদি গুরুত্ববহ করে তুলতে হয় তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তা করার চেষ্টা করা উচিত যে, আমরা আজ বা কাল এক বছরের জন্য রমযানের ইবাদত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু জুমুআর ইবাদত থেকে এক বছরের জন্য বের হচ্ছি না বরং পরবর্তী জুমুআও আমাদের জন্য সেভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে আজকের জুমুআ। আর যেসব দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং

ঘাটতি অতীতে আমাদের মাঝে ছিল আগামী দিনে তা দূরীভূত করার আমরা অঙ্গীকার করছি। যদি এই চিন্তা-চেতনা থাকে তাহলে আমরা জুমুআকে বিদায় জানাব না বরং নিজেদের পাপ, দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আলস্যকে বিদায় দিয়ে স্থায়ীভাবে তা এড়িয়ে চলার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করব। রমযানে যেসব পুণ্যের বা সৎকর্মের তৌফিক আমরা পেয়েছি সেগুলোর সাথে কিছু যোগ করতে না পারলেও নিদেনপক্ষে সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যেন পরবর্তী রমযানকে আমরা স্বাগত জানাই; একেই বলে রমযানের বরকত থেকে কল্যাণ লাভ করা।

অতএব আমাদের মাঝে যেন এই মন-মানসিকতা না থাকে যে, আমরা জুমুআকে বিদায় দিয়েছি। আমাদের মাঝে এই মন-মানসিকতাও যেন না থাকে যে, আমরা রমযানকে বিদায় জানিয়েছি। আমাদের মাঝে এই ধারণাও যেন না আসে যে, আমরা আমাদের ইবাদতকে বিদায় জানিয়েছি যা রমযানে আমরা উপভোগ করেছিলাম। যদি কখনও কারও মাথায় এমন চিন্তা-ভাবনা উদয় হয় তাহলে সে নিজ জন্মের উদ্দেশ্য থেকে দূরে বা বিচ্যুত। আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে যে দূরে বা বিচ্যুত সে তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত। আর যে তাক্বওয়া থেকে বিচ্যুত সে খোদার কৃপারাজি অর্জন করতে পারে না। এক কথায় রমযানে আমরা যা কিছু অর্জনের চেষ্টা করেছিলাম তা আমরা নিজেরাই যেন ধ্বংস করেছি। আর আল্লাহ্ তা'লা যেই সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম। আল্লাহ্ তা'লা রোযার নির্দেশ এবং রোযা সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশাবলী মেনে চলার যেই ফলাফলের কথা বলেছেন তাহলো তাক্বওয়া। রোযা সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে এটিই বলা হয়েছে। অতএব আজ আমাদের এটিই খতিয়ে দেখতে হবে, আমরা এই ফল লাভ করতে পেরেছি কিনা? বা অন্তত পক্ষে এই প্রচেষ্টায় আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি কিনা আর আমরা কি এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা রমযানে যা কিছু অর্জন করেছি তার ওপর অবিচল এবং সুদৃঢ় থাকব এবং একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাক্বওয়া এবং এর সুক্ষ্ম দিকগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে বিষদভাবে বুঝিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **'কুরআন শরীফ বারংবার পাঠ কর আর পাপের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তোমাদের লিপিবদ্ধ করা উচিত। পবিত্র কুরআন যেসব কাজকে পাপ আখ্যা দিয়েছে তার বিস্তারিত দিকগুলো লিপিবদ্ধ কর এরপর খোদা তা'লার ফযল এবং সমর্থনে এসব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর। এটি তাক্বওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হবে। পাপ এড়িয়ে চলা তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ হবে।'**

অতএব রমযানের দিনগুলোতে আমরা দরসও শুনেছি, নিজেরাও সাধ্যমতো কুরআন পাঠের চেষ্টা করেছি এবং আমাদের অনেকেই তা বুঝারও চেষ্টা করেছে। পাপের ধারণাও স্পষ্ট হয়েছে, পুণ্যের ধারণা লাভ হয়েছে। আর এখন সৎকাজ করার ধাপ আসবে। তিনি (আ.) বলেন, তাক্বওয়ার প্রথম ধাপ হলো, কুরআনে যে সমস্ত পাপের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে তা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা আর পাপ বর্জনের এই চেষ্টা এবং পাপ এড়িয়ে চলা মানুষকে

তাক্বওয়ার প্রথম ধাপে স্থান দেয় বা নিয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, **'পাপ বর্জন করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, এটি তাক্বওয়ার প্রথম সোপান।'** এটি পুণ্যের প্রথম ধাপ বা প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু এখানেই পুণ্যের শেষ নয়। তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, শুধু এতটুকু করলেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হবেন না। পাপ এড়িয়ে চলা উচিত আর অপরদিকে সৎকর্মও করা উচিত।'** এছাড়া পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। যদি পুণ্যকর্ম না কর তাহলে একথা মনে করো না যে, পাপ এড়িয়ে আমি তাক্বওয়া অর্জন করে ফেলেছি। খোদার নৈকট্য যদি পেতে হয় তাহলে নেক বা পুণ্য কাজ করা ছাড়া নিস্তার নেই। পুণ্য কর্ম বা নেক কর্ম অবশ্যই করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'যে ব্যক্তি এ কথায় গর্বিত যে, সে পাপ করে না,** অনেকেই এটি নিয়ে বড় গর্ব করে যে, আমরা পাপ করি না, **এমন মানুষ নির্বোধ। ইসলাম মানুষকে শুধু এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েই ছেড়ে দেয় না বরং তা উভয় দিক সম্পূর্ণ করাতে চায় অর্থাৎ পাপকে পুরোপুরি বা একশত ভাগ পরিহার কর আর সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে পুণ্য বা নেকীও কর।'** তিনি (আ.) আরো বলেন, **'যতক্ষণ এই উভয়টি অর্জিত না হবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়।'**

অতএব এই রমযান, এই জুমুআ আর আমাদের সকল ইবাদত এদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত যে, তাক্বওয়ার প্রথম ধাপে যেখানে আমাদের পাপকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে বা পরিহার করেছি সেখানে তাক্বওয়ার পরবর্তী ধাপে চলতে গিয়ে সকল প্রকার সৎকর্ম পুরো নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে করতে হবে। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, **'একথা বলা কোন সৎকর্ম নয় যে, আমার নামাযের অভ্যাস হয়ে গেছে আর নামায পড়ার পর সেই মসজিদে বসেই একে অন্যের কুৎসা করা আরম্ভ করবে বা এমন কথা আরম্ভ করবে পুণ্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এটি থাকলে তো তোমার প্রথম পদক্ষেপই অতিক্রম হয়নি।'**

অতএব জুমুআর দিন যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি অনুসারে দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, **'জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়'**। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমি আপনাদের অবহিত করেছি। রমযান আমাদের পাপ হতে একশত ভাগ মুক্ত করে পুরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম করার শক্তিতে শক্তিমান ছেড়ে যাবে আর আমরা প্রকৃত তাক্বওয়ার ওপর বিচরণকারী হবো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হবো এবং ইসলামী শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করে এই আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবো যে, এটিই সেই ধর্ম যা বান্দাকে জীবন্ত খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করে আর এটিই সেই ধর্ম যা পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি সর্বোত্তমভাবে পথের দিশা প্রদান করে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে; এ দোয়াই আমাদের বিশেষভাবে করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সামর্থ দান করুন। এই দোয়াও করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা সমস্যা কবলিত সকল আহমদীকে তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি দিন আর যারা যে কোনভাবে

দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ তাদের দুঃশ্চিন্তারও অবসান ঘটুক। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুসলেমাকেও যুগ ইমামকে মেনে দুঃখ-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি লাভের তৌফিক দিন। পরস্পরের ওপর তারা যে অন্যায় এবং যুলুম করছে এ সমস্ত যুলুম এবং অন্যায় থেকে খোদা তা'লা তাদের বিরত রাখুন। আর ইসলাম স্বীয় সত্যিকার মহিমা এবং সম্মানের সাথে সকল মুসলমান দেশ হতে পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ করুক। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।